মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১০৫

পর্ব-১: ঈমান (বিশ্বাস) (كتاب الإيمان)

পরিচ্ছেদঃ ৩. দ্বিতীয় ‘অনুচ্ছেদ - তাকদীরের প্রতি ঈমান

باب الإيمان بالقدر ـ الفصل الثاني

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

বাংলা

১০৫-[২৭] ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার উম্মাতের মধ্যে দু’ রকমের লোক রয়েছে, তাদের জন্য ইসলামে কোন অংশ নেই। তারা হলোঃ (১) মুর্জিয়াহ্ ও (২) ক্বদারিয়্যাহ্। (তিরমিযী; ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব)[1]

English

Chapter: Belief in the Divine Decree - Section 2

Ibn ‘Abbas reported that God’s messenger said, “There are two classes among my people who have no portion in Islam, the Murji’a and the Qadariya."

Tirmidhi transmitted it and said this is a gharib tradition.

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ২০৭৫, য‘ঈফুল জামি‘ ৩৪৯৮। এ হাদীসটি ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)থেকে ‘ইকরিমাহ্ কর্তৃক দু’টি দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন। এর কতগুলো শাহিদমূলক বর্ণনা রয়েছে, তবে সবগুলো ত্রুটিযুক্ত; ফলে কেউ কেউ এটিকে মাওযূ‘ বা বানায়োট হাদীসটি হিসেবে গণ্য করেছেন। আর ‘আল্লামা ‘আলা‘ঈ বলেন : হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে দুর্বল বানায়োট নয়।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: ‘আল্লামা শাহরাস্তানী বলেন, إِلْأَرْجَاءُ-এর দু’টি অর্থ হতে পারে। ১. বিলম্ব করা। যেমনঃ ‘আরবরা বলে থাকে, অবকাশ দাও। ২. আশা দেয়া। এই দুই অর্থই উক্ত হাদীসে উল্লিখিত মুরজিয়াহ্ দলের ওপর নেয়া যেতে পারে। কেননা তারা ‘আমলকে নিয়্যাত থেকে বিলম্বিত করে এবং তারা এ কথা বলে যে, ঈমানের পরে যতই পাপ হোক না কেন তাতে কোন ক্ষতি হবে না। যেমনিভাবে কুফরীর অবস্থায় কোন ভালো কাজ কোনই উপকারে আসবে না।

তিনি আরো বলেন, মুর্জিয়াহ্ চার শ্রেণীরঃ ১. খাওয়ারিজের মুরজিয়াহ্ দল ২. ক্বদারিয়্যাদের মুরজিয়াহ্ দল ৩. জাবরিয়াদের মুরজিয়াহ্ দল ৪. মূল মুরজিয়াহ্ দল।

অতঃপর তিনি মূল মুরজিয়াদের আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে জানতে চায় সে যেন “আল মিলাল ওয়া আন্ নিহাল” কিতাব দেখেন। আর অত্র হাদীসে মুরজিয়াহ্ দ্বারা জাবরিয়াই উদ্দেশ্য।

‘আল্লামা ‘উবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী (রহঃ) বলেছেন, এ তাক্বদীরের বিষয়ের হাদীসগুলো সহীহ, হাসান, য‘ঈফ সবগুলোই প্রমাণ করছে কোন তর্ক ছাড়াই তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনতে হবে, যা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। অতএব, তাক্বদীরকে অস্বীকার করা বা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা কুফরী গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহই ভালো জানেন)

(والقَدَرية) দু’টোতেই যবর দিয়ে অথবা দালে সাকিন দিয়ে পড়া যায়। যারা বলে থাকে বান্দা নিজেই তার কর্মসমূহের স্রষ্টা এক্ষেত্রে তাক্বদীরের কোন প্রাধান্য নেই। এই নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে যারা তাক্বদীরকে স্বীকার করে না তারা এই কারণে যে, তারা তাক্বদীর সম্পর্কে কথা বলে এবং তাক্বদীর অস্বীকার করার দলীল উপস্থাপন করে। তাদের বাড়াবাড়ির কারণেই এ নামে প্রসিদ্ধ হতে তারাই বেশী হকদার।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54664

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন